মাছ চাষ

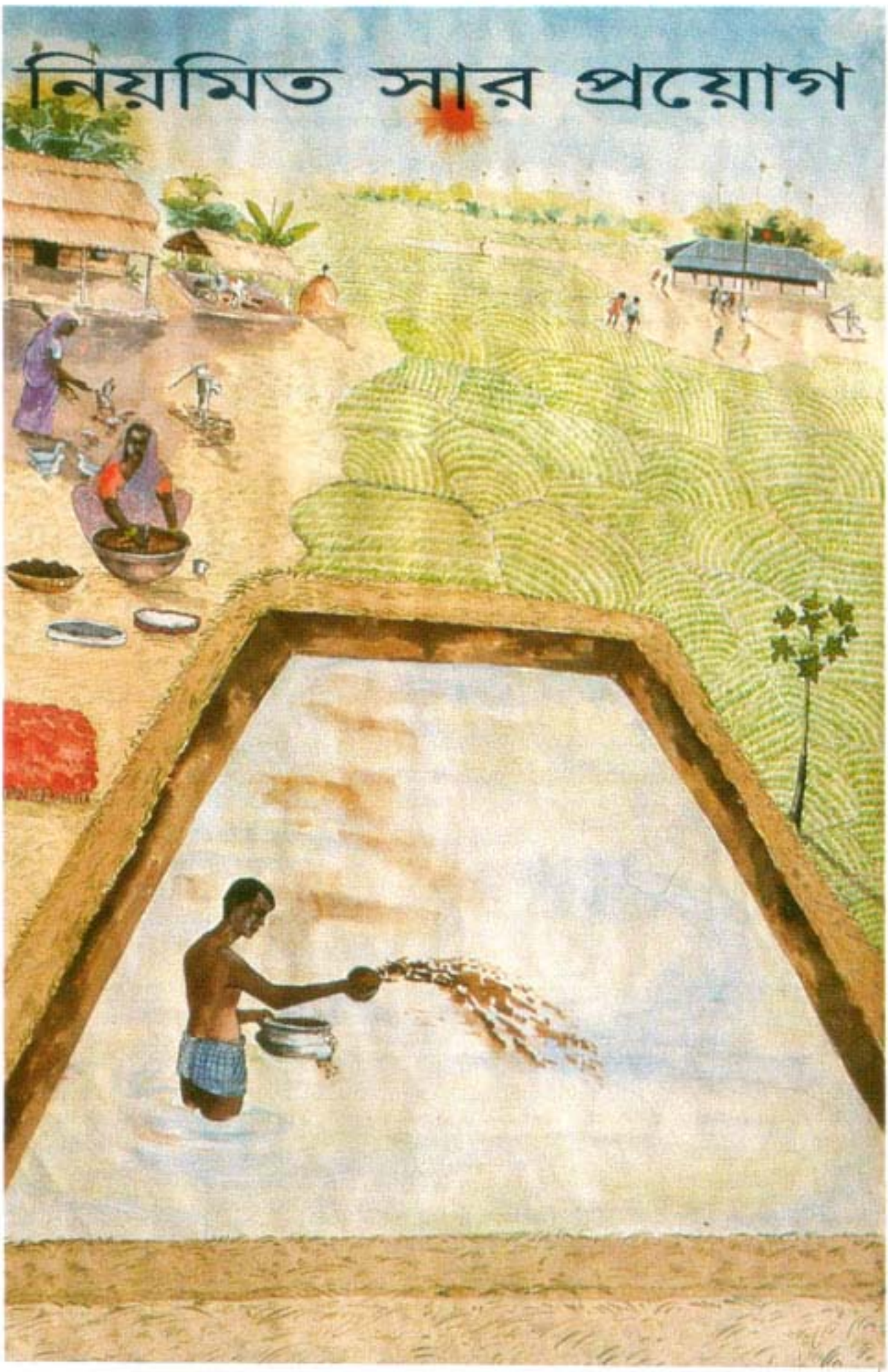

মৎস্য অধিদপ্তর
মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ

ওভারসিজ ডেভেলপমেন্ট
অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ইউ.কে.

বাংলাদেশ এ্যাকুয়াকালচার
এণ্ড ফিশারীজ রিসোর্স ইউনিট

ফিশারীজ ট্রেনিং
এণ্ড এক্সটেনশন প্রজেক্ট

কেন সার প্রয়োগ করবেন

নিয়মিত সার প্রয়োগ করলে —

- মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হবে।
- মাছের উৎপাদন বাড়বে।

কতটুকু সার প্রয়োগ করবেন

সারের মাত্রা বা পরিমাণ নির্ভর করে —

- সারের প্রকার।
- মাটির গুণাগুণ।
- পুকুরের পানির অবস্থা'এর উপর।

সারের প্রকার

সার সাধারণতঃ দুই ধরনের —

১. জৈব সার

গোবর, কম্পোষ্ট, হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা।

২. অজৈব সার

ইউরিয়া, টিএসপি।

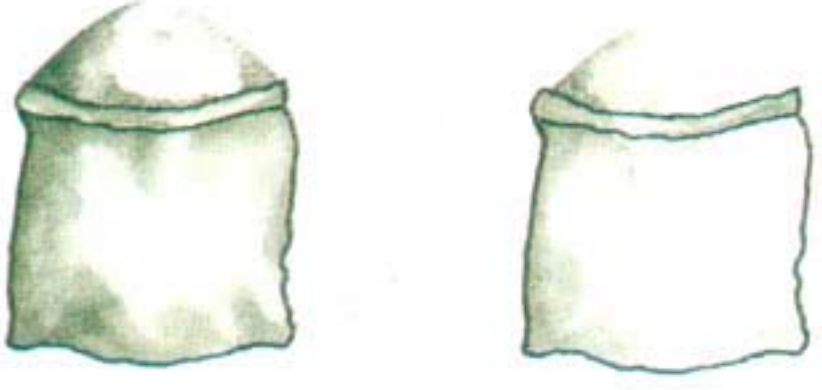

সারের মাত্রা

পুকুর প্রস্তুতিকালীন ও দৈনিক মাত্রা —

সার	নমুনা মাত্রা (শতাংশে)	
	প্রস্তুতিকালীন	দৈনিক
গোবর বা	৫-৭ কেজি	২০০-২৫০ গ্রাম
কম্পোষ্ট বা	৮-১০ কেজি	৩০০-৪০০ গ্রাম
হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা	৩-৫ কেজি	১৫০-২০০ গ্রাম
ইউরিয়া	১০০-১৫০ গ্রাম	৪-৫ গ্রাম
টিএসপি	৫০-৭৫ গ্রাম	৩ গ্রাম

মাছ ছাড়ার পর পুকুরে দৈনিক সার প্রয়োগ করাই ভাল। তবে কেউ যদি ৭ বা ১৫ দিন পর পর সার দিতে চান, তবে দৈনিক মাত্রাকে ৭ বা ১৫ দিয়ে গুণ করে সারের পরিমাণ ঠিক করে নিন।

সার	নমুনা মাত্রা (শতাংশে)	
	প্রস্তুতিকালীন	দৈনিক

উপরের ছকটি মৎস্য/সম্প্রসারণ কর্মকর্তা কর্তৃক পূরণীয়।

কি ভাবে দেবেন

- **শুকনো পুকুরে ঃ** পুকুরের তলায় চাষ দিয়ে জৈব সার মাটিতে মিশিয়ে দিন। পানি দিয়ে পুকুর ভরাট করার পর অজৈব সার গুলে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিন।

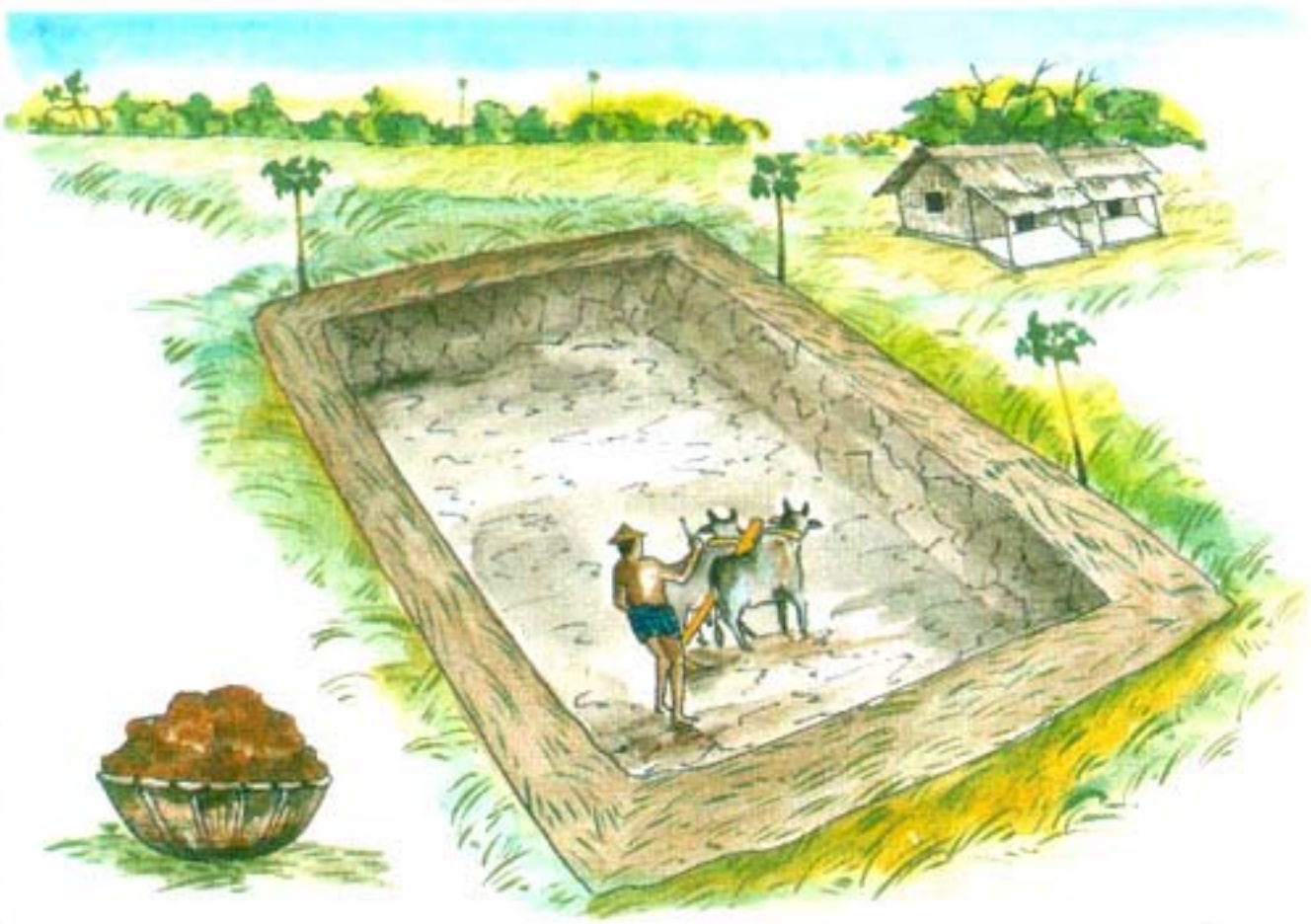

- **পানি ভরা পুকুরে ঃ** তিন ধরণের সার একত্রে একটি গামলার মধ্যে তিনগুণ পানিতে ১২-২৪ ঘন্টা ভেজানোর পর সমস্ত পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিন।

কখন দেবেন

- **প্রস্তুতি কালীন মাত্রাঃ**

  চুন প্রয়োগের ৭-৮ দিন পর অথাবা পোনা ছাড়ার ৮-১০ দিন আগে।

- **নিয়মিত মাত্রাঃ**

  রৌদ্র আলোকিত দিনে সকাল ১০-১২ টায়।

বিবেচ্য বিষয়

- মেঘলা দিন অথবা বৃষ্টির মধ্যে সার ব্যবহার না করাই ভাল।

- মিশ্র সার ব্যবহারের পূর্বে পরিমিত পানিতে খুব ভালভাবে মেশাতে হবে।

- পলি ঘটিত ঘোলাত্ব অথবা আগাছা থাকলে সারের কার্যকারিতা কম হবে।

- চুন প্রয়োগের ৩-৪ দিন আগে বা পরে সার প্রয়োগ করা উচিত নয়।

পুকুর তৈরীতে সার দিলে
মাছের খাবার ভাল মিলে

গোবর হলে কমজোরী
হবে নাকো পুকুর তৈরী

সারের মাত্রা পুকুরের ধরণ অনুযায়ী
কিছুটা কম বা বেশী হতে পারে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিকটস্থ মৎস্য/
সম্প্রসারণ কর্মকর্তার পরামর্শ নিন।

মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়
এবং
বাংলাদেশ এ্যাকুয়াকালচার এন্ড ফিশারীজ রিসোর্স ইউনিট (বাফরু)
বাড়ী-৪২, রোড-২৮, গুলশান, ঢাকা-১২১২
ফোনঃ ৮৮২৫৯৮,৬১০৬৪৯